

[fatwaa.org](http://fatwaa.org)

## আমরা এক

verdict

9 - 12 minutes

### আমরা এক

#### শায়খ হাবিবুল্লাহ নাদিম (হাফিজাহুল্লাহ)

বিগত মাসে ইমারাতে ইসলামিয়াহ আফগানিস্তানের অফিসিয়াল প্রকাশনা সংস্থা *আল-ইমারাহ* একটি গুরুত্বপূর্ণ অডিও প্রকাশ করে। সেই অডিওর শিরোনাম ছিল : ‘সালাফি উলামা ও বাইয়াত’। অর্থাৎ ইমারাতে ইসলামিয়াহর উদ্দেশে প্রদত্ত সালাফি আলিমগণের বাইয়াত। *মাজাল্লা : নওয়ায়ে আফগান জিহাদের* এপ্রিল সংখ্যায় দুই পৃষ্ঠাব্যাপী সেই বিবরণ উল্লেখিত হয়। আমরা বাংলাদেশে জিহাদ সমর্থক ভাইদের উদ্দেশে সেই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা অবিকৃতভাবে উপস্থাপন করছি। আল্লাহ যদি চান, উম্মাহর এই ক্রান্তিকালে নিজেদের মানহাজ পরিশুদ্ধকরণে এটি বিরাট অবদান রাখবে।

#### তোমরা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হও

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَغْضِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّبِينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَظُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

‘তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাহ এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাগণের সুন্নাহ অনুসরণ করবে, তা দাঁত দিয়ে কামড়ে আঁকড়ে থাকবে।’<sup>[1]</sup>

আলিমগণ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তোমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত হলো উম্মাহর সেই ‘মাসলাক’ (আদর্শ) ও ‘তবকা’ (স্তর), যাদের অধীনে অনেক ‘মাশারিব’ ও ‘মাকাতিবে ফিকর’ (বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা, ধারা-উপধারা ও পথ-পদ্ধতি)-এর সম্মিলন ঘটে। (আকিদা ও ফিকহে) হানাফি হোক বা সালাফি, হায়াতি হোক বা মামাতি, পাঞ্জ পিরি হোক বা সালাফি, শাফেয়ি হোক কিংবা মালিকি বা হাম্বলি—এ সবই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ছায়াদার বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, তার কিশলয় ও পত্রপল্লব। সকল ধারার মূল উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। দ্বীনের শাখাগত বিষয়ে সাহাবিগণ রা.-এর মধ্যেও মতবিরোধ হয়েছিল; যে ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দের অর্ধ শতাব্দীর মুহতামিম হাকিমুল ইসলাম কারি তায়্যিব রহ. বলেন :



স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। বিশেষত তারা তাদের ভাষায় ‘ট্রেডিশনালিস্ট’ ও ‘ফান্ডামেন্টালিস্ট’ মুসলিমদের মধ্যে সর্বদা দূরত্ব ও বিভেদ জাগিয়ে রাখার ব্যাপারে অনেক সচেতন ও তৎপর থাকবে।)

### সালাফি হোক বা দেওবন্দি, জিহাদের পথের প্রতিটি পথিকই তাগুতের চোখের কাঁটা

সালাফি আলিম বা দাঈ হোক কিংবা হোক হানাফি ও দেওবন্দি মনীষা, তাগুতি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যারাই মুখ খুলবে, যারাই দাজ্জালি ফিতনাগুলোর ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করবে, তাগুত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদেরকে সরিয়ে দিয়েই নিজেদের পথ সাফ করবে। এই দাবির পক্ষে অগণিত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যাবে। মাওলানা হক নেওয়াজ জংভি থেকে শুরু করে আল্লামা ইহসান ইলাহি জহির ও মুফতি নেজামুদ্দীন শামজায়ী, মাওলানা ওলিউল্লাহ কাবুলগ্রামি থেকে শুরু করে মাওলানা আবদুল্লাহ গাজি ও মাওলানা আবদুর রশিদ গাজি (আল্লাহ তাদের কবরসমূহকে আলোকিত করুন)—এ সকল বিদগ্ধ মনীষীদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পেছনে তাগুতের সরাসরি হস্তক্ষেপ ছিল।

### ইমারাতে ইসলামিয়াহর বৈশিষ্ট্য

আলহামদুলিল্লাহ, আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ রহ.-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ইমারাতে ইসলামিয়াহ আফগানিস্তান আল্লাহর অনুগ্রহে এ ধরনের ‘আসাবিয়াহ’ (সাম্প্রদায়িকতা, দলাদলতা ও অন্যায্য পক্ষপাতমূলক আচরণ) থেকে মুক্ত ও পবিত্র। ইমারাতে ইসলামিয়াহর প্রসঙ্গ উত্থাপন এক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বর্তমান সময়ে পৃথিবীর কোনো ভূমিতে যদি শাসনব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থা থেকে শুরু করে সবক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে তবে তা ইমারাতে ইসলামিয়াহর আকারে গঠিত আফগানিস্তানের ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ইসলামি হুকুমত, ইসলামি ইমারত এবং ইসলামি খিলাফত কখনো বিশেষ চিন্তাধারার প্রতিনিধি হয় না; বরং তা সর্বদা ইসলাম ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করে। তা কখনো হানাফি আকিদা ও ফিকহের পতাকা বহন করে এবং হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে যারা হানাফি নয় তাদের বুকে খঞ্জর চালায় না। একইভাবে তা কখনো সালাফিয়াতের পতাকা ধারণ করে যারা সালাফি নয় তাদেরকে কাফির বা ফাসিক অভিধায় অভিহিত করে না। ফকিহগণ লিখেছেন, খলিফা, সুলতান ও হাকিম কোনো বিশেষ চিন্তাধারা বা নির্দিষ্ট ফেরকার প্রতিনিধি হয় না। তাদের জন্য কোনো ধারার পক্ষে আর কোনো ধারার বিপক্ষে প্রান্তিক আচরণ করারও অনুমতি নেই। তাদের জন্য কারও পক্ষপাতদুষ্ট সমর্থন আবার কারও অন্যায্য বিরুদ্ধাচরণ করারও সুযোগ নেই। তারা পুরো মুসলিম উম্মাহর অভিভাবক হন; যাদের অধীনে সকল মুসলমান ঐক্যবদ্ধ থাকে। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মতবিরোধের ধারা এবং বিভিন্ন চিন্তা-চেতনার উদ্ভব ও উন্মেষ ‘খাইরুল কুরুনে’র (সর্বোত্তম প্রজন্ম—সাহাবি, তাবৈয়ি ও তাবৈ তাবৈয়ি) সময় থেকে চলে আসছে। মুসলিম উম্মাহর সাহায্য-সহযোগিতায় অবদান রাখা এবং ইসলাম-ঈমান ও দ্বীন-শরিয়তের পৃষ্ঠপোষকতা করার ক্ষেত্রে ইমারাতে ইসলামিয়াহ আফগানিস্তান সুউচ্চ আদর্শের প্রতিভূ।

বর্তমানে ইমারাতে ইসলামিয়াহ আফগানিস্তান আমিরুল মুমিনিন শাইখুল হাদিস ওয়াত তাফসির মাওলানা হিবাতুল্লাহ আখন্দজাদাহ (হাফিজাহুল্লাহ)-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ সময়ে ইমারাতে ইসলামিয়াহর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সালাফি উলামায়ে কেরামের বাইয়াত গ্রহণ করা এবং অফিসিয়ালভাবে তা প্রচার করা ইমারাতে ইসলামিয়াহর ইনসাফ, হিকমত এবং দূরদর্শিতার প্রোজ্জ্বল সাক্ষী হয়ে থাকবে। প্রচারিত অডিওতে সালাফি আলিমগণ শায়খ আবদুল আজিজ নুরিস্তানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর নেতৃত্বে বাইয়াত নবায়ন প্রসঙ্গে বলেন :

“আমরা তো ইমারাতে ইসলামিয়াহর প্রাথমিক যুগ (মোল্লা উমর রহ.-এর নেতৃত্বকাল) থেকেই এর সঙ্গে

যুক্ত আছি। আমরা সালাফি আলিমরা ইমারাতের বিরুদ্ধাচরণ করিনি। আমরা সালাফি আলিমরা এই মর্মে ফাতওয়া দিয়েছি, ইমারাতে ইসলামিয়াহ আমাদের ইমারত এবং তা ইসলামি শাসন। যে-কেউ এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে, তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে।” সালাফি আলিমগণের আকাবির যারা, তারা স্বহস্তে এই কথাগুলো লিখেছেন এবং এর ওপর স্বাক্ষর করেছেন। আমরা এখনো ইমারাতের সঙ্গে উল্লিখিত অঙ্গীকার এবং আকিদার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছি। আমরা ইমারাতের সঙ্গে কোনো ইখতিলাফ রাখি না। আমরা ইমারাতকে নিজেদের আমির মনে করি এবং নিজেদেরকে ইমারাতের প্রজা হিসেবে বিবেচনা করি। ইমারাতের বাইয়াত প্রসঙ্গে আমাদের অবস্থান হলো, আমাদের আলিমগণ পূর্বেই ইমারাতকে বাইয়াত দিয়ে রেখেছেন। যাদের মধ্যে শায়খ আমিনুল্লাহ পেশাওয়ারি, শায়খ হায়াতুল্লাহ, শায়খ এনায়াতুর রহমান প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাইয়াত তো আমরা পূর্বেই প্রদান করেছি। এখন নতুন করে এর নবায়নের প্রসঙ্গ কেন আসল? এর কারণ হচ্ছে, ইহুদি-খ্রিস্টানরা অনেক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল বিছিয়ে রাখে। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহে তারা ইমারাতে ইসলামিয়াহর মোকাবিলা করতে সমর্থ হয় না। তারা নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক দল ও ফেরকার উদ্ভব ঘটিয়েছিল, যারা আদ-দাওলাতুল ইসলামিয়াহ বা দায়েশ নামে পরিচিত। তারা যদিও বাহ্যিকভাবে জোরে আমিন বলে এবং রফয়ে ইয়াদাইন করে, কিন্তু সালাফি মতাদর্শের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এ ধরনের উগ্র চিন্তা-চেতনার বাহকদের নিন্দা আমরা পূর্ব থেকেই করে এসেছি, এখনো করছি এবং আগামীতেও করতে থাকব ইনশাআল্লাহ। আমরা সালাফি হই বা হানাবি, আমরা এক ও অভিন্ন।’

সেই মজলিসেই শায়খ ফজলে রাবি (হাফিজাহুল্লাহ) বলেন :

‘আমাদের দুয়া, সমর্থন ও সহযোগিতা ইমারাতে ইসলামিয়াহর সাথে রয়েছে। আমরা প্রত্যাশা করি, ইমারাত তার পুরো শক্তি ও প্রতাপের সাথে প্রতিষ্ঠিত হোক, ইমারাত সারা পৃথিবীর জন্য এক দ্বীনি নমুনা ও আদর্শে পরিণত হোক এবং আল্লাহ তাআলা গোটা পৃথিবীতে ইমারাত কায়েম করে দেন।’

সেই মজলিসে ইমারাতে ইসলামিয়াহর পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল হিসেবে সভাপতিত্ব করেন দাওয়াত ও ইরশাদ কমিশনের মাসউল শাইখুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মাদ খালেদ (হাফিজাহুল্লাহ); যিনি একজন হানাবি আলিম।

আল্লাহ তাআলা ইমারাতে ইসলামিয়াহকে আরও শক্তি ও তামকিন দান করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ফুরুগি ইখতিলাফ থেকে বেঁচে উত্তম আখলাক গঠন করার তাওফিক দান করুন। উম্মাহর সালাফ তথা সাহাবায়ে কেরাম এবং সম্মানিত ইমামগণের অনুসরণে আদর্শিক মানহাজ গঠন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

[1] সুনানু আবু দাউদ : ৪৬০৭; সুনানুত তিরমিজি : ২৬৭৬

[2] মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দ : ২৫ (তায়্যিব পাবলিশার প্রকাশিত)